* এরপর ২মিমি ছিদ্রযুক্ত চালুনি দিয়ে কেঁচোগুলি ছেঁকে আলাদা করে নিয়ে অন্য একটি গর্তের জৈব মিশ্রনে একই ভাবে কেঁচো ছাড়তে হবে।
* উৎপাদিত কেঁচোসার বস্তার মধ্যে সংরক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
* প্রতিটি চক্রে অনুরূপ একটি গর্তে প্রায় ১০০ কেজি কেঁচোসার উৎপাদন করা যায়।
* সাধারনত: জুন-অক্টোবর মাসের মধ্যে কেঁচোর বংশ বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়।

সারণি-২. অর্জুন ও আসান বাগানে কেঁচোসার প্রয়োগের পরিমান:-

তসর বাগান	কেঁচোসারের পরিমান (টন হেক্টর প্রতি)
অর্জুন	১০
আসান	১৩.৩

কেঁচোসার তৈরীর সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত :-

১. কোনো গ্যাস, অম্ল বা ক্ষার জাতীয় দ্রব্য অথবা বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না।

২. পিপঁড়ে, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, শুয়োর, মুরগী ইত্যাদির আক্রমন বন্ধ করতে হবে।

৩. কখনই উঁচু ঢিপি করে কেঁচোসার রাখা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে ভিতরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে কেঁচো মারা যেতে পারে।

৪. জৈব মিশ্রণ তৈরী করার সময় যে জিনিসগুলি ব্যবহার করা যাবে না --

(ক) ধানের তুষ
(খ) বাঁশ পাতা
(গ) পেঁয়াজের খোসা
(ঘ) ডিমের খোসা
(ঙ) নিম পাতা
(চ) গাঁদা ফুলের পাতা/ফুল
(ছ) ঝাউগাছ
(জ) ঘোড়ার মল
(ঝ) প্লাস্টিক
(ঞ) কাঁচের টুকরো
(ট) বড় গাছের কাণ্ড

প্রকাশক - অধিকর্তা, বুনিয়াদী তসর রেশমকীট বীজ সংগঠন, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ, বিলাসপুর।

নিবেদক - ডঃ রীতা ব্যানার্জী, বুনিয়াদী বীজ প্রগুণন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্যাটেলনগর-৭৩১১৩২, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

বাংলা রূপান্তর - শ্রী সুকান্ত ব্যানার্জী।

তসর রেশম পলুপালনের জন্য কেঁচোসার উৎপাদন পদ্ধতি

বুনিয়াদী বীজ প্রগুণন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ,প্যাটেলনগর-৭৩১১৩২, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

নভেম্বর ২০১৮

বাণিজ্যিক ভাবে তসর রেশম পলুপালন প্রধানত অর্জুন ও আসান গাছের বাগানে করা হয়ে থাকে। তসর রেশম পলু এই দুই গাছের পাতা খেয়ে সবচেয়ে পুষ্ট হয় ও ভালো গুটি প্রস্তুত করে। জৈব পদ্ধতিতে অর্জুন ও আসান বাগানের পরিচর্যার জন্য, অল্প খরচে সহজ উপায়ে তৈরী কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগ একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সার প্রয়োগে একদিকে যেমন পাতার ফলন ও গুণগত মান বাড়ে ও সেই সঙ্গে জমির উর্বরতাও বজায় থাকে।

সাধারনত বিভিন্ন প্রজাতির কেঁচো যেমন, *আইসেনিয়া ফিটিডি, ইউড্রিলাস ইউগিনি, পেরিওনিক্স এক্সক্যাভেটাস* জৈব বর্জ্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সার তৈরী করে তাকেই ***কেঁচোসার*** বলা হয়।

কেঁচোসারে পুষ্টিগুণ যথেষ্ট বেশী থাকার ফলে ঐ সার তসর বাগান পরিচর্যার জন্য খুবই উপযুক্ত।

সারণি- ১. কেঁচোসারের মূল উপাদান

উপাদান	পরিমান	উপাদান	পরিমান
জৈব-কার্বন	৯.৮- ১৩%	ম্যাগসিয়াম	০. ১৫ppm*
নাইট্রোজেন	১.৫-২%	লৌহ	৭৫৩৬ppm
ফসফরাস	১.৫-২.৪৫%	ম্যাঙ্গানীজ	৭.৭৫ppm
পটাশ	০.৮%	তামা	৩৪ppm
ক্যালসিয়াম	৪.৪ppm	কার্বন: নাইট্রোজেন	১৫:৫০

** ppm : প্রতি ১০,০০০ মিলিগ্রাম*

কেঁচোসার তৈরীর পদ্ধতি-

* প্রথমত: ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গায় যেখানে জল জমে না, সেইরকম জায়গায় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চৌবাচ্চা/পিট তৈরী করতে হবে। একটি পিটের আনুমানিক পরিমাপ হবে প্রায় ৭.০X২.৫X১.০ ঘনফুট।

* খড়ের ছাউনির নীচে ঐ রকম অন্তত: চারটি চৌবাচ্চা করতে হবে।

* এরপর সার তৈরীর গর্তের মধ্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন গোবর, নরম পাতা, গুল্ম জাতীয় গাছ ও ঘাস, শাক-সবজি, কলাগাছ, কচুরিপানা, অ্যাজোলা ইত্যাদি মিশিয়ে প্রায় ১ মাস রেখে পচতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে জলের ছিটে দিয়ে ওই মিশ্রনের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও ২০-২৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে।

* এবার প্রতি বর্গফুট মিশ্রনে ২০০-৩০০টি হিসাবে কেঁচো গর্তের একটি কোণে ছেড়ে দিয়ে ভিজে চট অথবা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এবং উপর থেকে মাঝে মাঝেই জলের ছিটে দিয়ে মিশ্রনের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা সঠিক ভাবে বজায় রাখতে হবে।

* প্রতি সাত দিন অন্তর চটের ঢাকা সরিয়ে ঐ জৈব মিশ্রন উপর-নীচে করে ভালোভাবে মেশাতে হবে। কিন্তু ঐ সময় দেখতে হবে যেন কেঁচোর কোনোরকম আঘাত না লাগে।

* যখন ঐ জৈব মিশ্রন চায়ের দানার মতো ঝুরঝুরে হয়ে যাবে, তখন বুঝতে হবে কেঁচোসার তৈরী হয়ে গেছে।